দৈনিক সংবাদ 8২

তারিখ 27 APR 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটি দু'বছরেও গঠিত হয়নি

জাতীয় ছাত্র পরিষদের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ

।। শওকত মাহমুদ ।।

জাতীয় ছাত্র পরিষদ কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়নি। বর্তমানে এর কাজকর্ম প্রায় বন্ধ।

গত ৩রা এপ্রিল পরিষদের সমণ্বয়কারী ও চ্যান্সেলরের উপদেষ্টা জনাব আবুল কাশেম চৌধুরীর পদত্যাগের পর পদটি এখনও শূন্য। আসন্ন সংসদ নির্বাচনের পর পদটি পূরণ করা হবে বলে দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে।

গঠন ও উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে জাতীয় ছাত্র পরিষদ গঠিত হয় এবং ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে কাজ শুরু করে। এর প্রথম সমণ্বয়কারী ছিলেন সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব জিয়াউদ্দিন বাবলু। পরিষদে ৩জন অফিসার ও ১৩ জন কর্মচারী রয়েছেন। এর লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষদের মুখপত্র 'শিক্ষাঙ্গণ'-এর প্রথম সংখ্যায় বলা হয়, "ছাত্র সমাজের অভ্যন্তরে পচন রোধে এবং রাজনৈতিক দলের অবরোধ থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে ছাত্রদের মাঝে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ছাত্রদের দাবী-দাওয়া আদায় ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দর কষাকষির এজেন্ট হিসেবে গঠন করা হয়েছে জাতীয় ছাত্র পরিষদ। এ পরিষদ হবে সারাদেশের ছাত্র সমাজের জাতীয় পার্লামেণ্ট।" এর সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে বলা হয়: প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, কলেজের ১ হাজার ৫০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে এর জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে। এতে সরকার মনোনীত ১০০ সদস্যও থাকবেন। প্রতিটি কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ৫ জন এবং হল সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরিষদের সদস্য হবেন। এই পরিষদ ১০১ সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করবে এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক এর নির্বাহী সচিব হবেন।

(শেষ পৃ: 8-এর ক: দ্র:)

শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের গড়িমসির অভিযোগ করেছে

গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শিক্ষক সমণ্বয় পরিষদের এক জরুরী সভায় গত ২০শে এপ্রিলে স্বাক্ষরিত শিক্ষা সচিব ও সমণ্বয় পরিষদের চুক্তির শর্তাবলী পূরণে সরকার পক্ষ 'অহেতুক' সময় নিচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়।

সভায় চুক্তি মোতাবেক অবিলম্বে সকল দাবী পূরণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

প্রথম বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ষ্টাডিজ এণ্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের (বিএমএসআরআই) উদ্যোগে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকার কাছে উত্তরা মডেল টাউনে দেশের প্রথম বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ চালু হবে।

সরকার ইতিমধ্যেই একটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে সাময়িক অনুমতি দিয়েছেন।

বিএমএসআরআই-এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে গতকাল শনিবার বাসস জানায়: গত শুক্রবার বিএমএসআরআই-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় দেশে একটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সম্মতির জন্যে তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

বিচারপতি জনাব রুহুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আগামী বছরের জানুয়ারীর মধ্যে শিক্ষাবর্ষ চালুর জন্যে অধ্যাপক এম, আই চৌধুরী এবং জনাব এ, বারী চৌধুরীর নেতৃত্বে যথাক্রমে শিক্ষা ও অর্থবিষয়ক দু'টি কমিটি

(শেষ পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2? APR 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম ৮

ছাত্র পরিষদ

(১ম পাতার পর)

ছাত্র পরিষদের মূল উদ্দেশ্যগুলো ছিল (১) শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা, (২) হল, হোস্টেল, ডাইনিং হল, লাইব্রেরী সমস্যা ইত্যাদির সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, (৩) বিজ্ঞানভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে পরামর্শ দান ও দাবী উত্থাপন, (৪) শিক্ষাকালীন সময়ে ছাত্রদের আর্থিক সংকট দূরীকরণে তাদের জন্য খণ্ডকালীন চাকরির ব্যবস্থা করা, (৫) গ্রীষ্ম ও শীতকালীন ছুটিতে ছাত্র ব্রিগেড গঠন করে গ্রামাঞ্চলে গণশিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ও গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত করার মাধ্যমে ছাত্রদেরকে জনগণের সুখ-দুঃখের কাছাকাছি আসতে সহায়তা করা, (৬) কুটির শিল্পসহ নানাবিধ ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে ছাত্র সমবায় সমূহকে সাহায্য-সহায়তা দান, (৭) ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, (৮) জাতীয়ভিত্তিতে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃকলেজ ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রতিযোগিতার নিয়মিত ব্যবস্থা করা, (৯) এধরনের বিদেশী ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং পারস্পরিক প্রতিনিধি বিনিময়ের কর্মসূচী গ্রহণ, (১০) ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা, জাতীয় দায়িত্ববোধ ইত্যাদির ব্যাপক প্রচারণার উদ্দেশ্যে কর্মসূচী গ্রহণ, (১১) বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে পরিচিত হবার জন্য ছাত্র সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ, (১২) যোগ্য ও উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

গত দু'বছরে যা হয়েছে

১৯৮৪-৮৫ অর্থবছরে পরিষদের বাজেট ছিল প্রায় ৪৪ লাখ টাকা। খরচ হয় ৩৭ লাখ ২৭ হাজার টাকার মত। ছাত্র ব্রিগেড বাবদ ১৪ লাখ টাকা (১ হাজার ৫০০ জন ছাত্রকে ব্রিগেড সদস্য করে গ্রামে পাঠানো হয়), পাক্ষিক পত্রিকা 'শিক্ষাঙ্গন' বাবদ ৭লাখ টাকা (২৪টি নিয়মিত সংখ্যা ও দু'টি বিশেষ সংখ্যা), যানবাহন বাবদ ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা, চ্যান্সেলর পুরস্কার খাতে ৩লাখ ২০হাজার টাকা (সকল বোর্ডের এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষার মেধাতালিকায় স্থানলাভকারীদের পুরস্কার দেয়া হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের দেয়া হয়নি), বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান খাতে ৯৬ হাজার টাকা, ফোন-বিদ্যুৎ বাবদ ১ লাখ টাকা, আপ্যায়ন খাতে ২৪ হাজার টাকা ও আনুষঙ্গিক খাতে ১ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮শ' ছাত্রকে বিভিন্ন ব্যাংকে ছুটির সময় এক মাসের জন্য খণ্ডকালীন চাকরির ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে পরিষদের জন্য ৪৯ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। দু'হাজার ছাত্রকে ব্রিগেডের সদস্য করে গ্রামে পাঠানো হয়। এ খাতে ২০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। 'শিক্ষাঙ্গন' পত্রিকা বাবদ সাড়ে ৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। তবে গত কয়েক মাসে পত্রিকাটির সংখ্যা বিতরণ করা হয়েছে কম, চোখে পড়েনি। এছাড়া আর কোন কাজ হয়নি।

১৯৮৪-৮৫ অর্থবছরে কিছুটা কাজকর্ম হলেও পরের বছর তাও হয়নি।

তাছাড়া বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, ছাত্র ব্রিগেডের সদস্যরা গ্রামে তেমন কাজ করেনি অনেকে টাকা নিয়ে গ্রামেও যায়নি।

সাফল্য নেই

সার্বিক বিচারে দেখা যায়, ছাত্র প্রতিনিধিদের সমণ্বয়ে ছাত্র পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের মূল কাজটি দু'বছরেও হয়নি। বাকী লক্ষ্যগুলোর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সহজে অনুমেয়।

পরিষদে সরকারের রাজনৈতিক প্রভাব বেশী হওয়ায় জাতীয় ছাত্র পরিষদ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। চ্যান্সেলরের উপদেষ্টা ও পরিষদের সমণ্বয়কারী পদে রাজনৈতিক মনোনয়ন বিষয়টিকে স্পষ্টতর করে তোলে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-হলগুলোর বা সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা ছাত্র পরিষদে যোগ দেয়নি।

একটি সূত্র বলেন, এ পরিষদের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারী টাকায় সরকারপন্থী ছাত্রদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংগঠিত করা, যা আগে কখনও হয়নি। কিন্তু এ লক্ষ্য পূরণে যেমনি ব্যর্থতা স্পষ্ট তেমনি শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য লক্ষ্য পূরণেও সাফল্য আসেনি। বিরোধী ছাত্র রাজনীতিকে পরিষদ বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি।

জাতীয় ছাত্র পরিষদ সম্পর্কে একটি মহলের মত হলো, এর কার্যকারিতা আর নেই। একে ছাত্র বিষয়ক পরিদপ্তরে অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসিত একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন শিক্ষাবিদকে এর প্রধান করা যেতে পারে। এতে ছাত্র প্রতিনিধিরা থাকবে পরিষদের মত। এর ভাবমূর্তি নিরপেক্ষ হতে হবে। এ পরিদপ্তর ছাত্রদের বৃত্তি, সব ছাত্রের কার্ড প্রদান (যার মাধ্যমে ভাড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কনসেশন চালু করা যায়), শিক্ষা সফরসহ ছাত্রদের নানা সমস্যা দেখাশোনা করবে। আরেকটি মহলের মতে, এর ফলে ঝামেলা বাড়বে।